৯৩ - প্রাক-প্রাথমিক (৪+) শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী মূল্যায়ন ছক - ৯৫

শিশুর নাম: ..... রোল নং .....

	অগ্রগতি পরিমাপক সূচক	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	১ম প্রান্তিক	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	২য় প্রান্তিক	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	৩য় প্রান্তিক
১	বিদ্যালয়ে উপস্থিত (ক=৮০%+, খ=৭০%-৮০%, গ=৭০% এর নিম্নে)															
২	ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকান্ডে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ															
৩	সহপাঠী, বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে মিলে মিশে চলতে পারে।															
৪	আত্মসচেতন ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন (যেমন-নিজের দায়িত্ব পালন করে, কথা দিয়ে কথা রাখে, ব্যবহারে মান- অপমান বোধের পরিচয় দেয় ইত্যাদি)।															
৫	জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল (যেমন- শ্রদ্ধাভরে জাতীয় সংগীত পায়, দেশীয় পোশাক/খাবার/ফল পছন্দ করে, স্থানীয় বিভিন্ন আচার আচারণ, রীতিনীতি ইত্যাদি মেনে চলা)															
৬	স্বতঃফূর্তভাবে কথোপকথনে অংশ গ্রহণ করে এবং আদেশ, অনুরোধ ও নির্দেশনা বুঝে তা পালন করতে পারা।															
৭	সৃজনশীল কাজ- চারু ও কারুর কাজে আগ্রহ (ছবি আঁকা, রং করা, কাগজ, কাঠি, মাটি ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানানো)															
৮	সাংস্কৃতিক কাজে (গল্প, ছড়া ও গান) আগ্রহ।															
৯	বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ রক্ষায় যত্নশীল (শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় ময়লা না করা, যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা, খেলনা/উপকরণের যত্ন নেওয়া, গাছের ফুল/পাতা না ছেঁড়া ইত্যাদি।)															
১০	সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে (কৌতূহলী, প্রশ্ন করে, কার্যকারণ জানতে চায়, অনুসন্ধিৎসু), শ্রেণিকরণ করে ইত্যাদি)।															
১১	স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন সম্পর্কে জানে ও অভ্যাস করে (যেমন- হাত ধোয়া, দাঁত মাজা, খাবার ঢেকে রাখা, ফলমূল ধুয়ে খাওয়া ইত্যাদি) ।															
১২	নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত জীবনযাপনের ব্যাপারে সচেতন ও তা অনুশীলন করে (বিপদজনক বস্তু ও বিপদের উৎস সম্পর্কে জানে ও শিক্ষককে জানায়।)															
১৩	সংখ্যা গণনা করতে পারে ও লিখতে পারে (জানুয়ারি-জুন মাস ১ থেকে ১০ এবং জুলাই থেকে ২০ পর্যন্ত)															
১৪	পড়তে ও লিখতে পারে (মে-সেপ্টেম্বর বর্ণ এবং অক্টোবর থেকে দুই বা তিন বর্ণের ছোট ছোট সরল পরিচিত শব্দ)															
১৫	এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ যার ফলাফল দশের বেশি নয় তা করতে পারে (অক্টোবর মাস থেকে)															

(ক = ভালো, খ = সন্তোষজনক, গ = উন্নতি প্রয়োজন)

মূল্যায়ন কৌশল

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে একজন শিক্ষকই প্রতিদিনের কর্মকান্ডে পরিচালনা করেন। প্রতিটি শিশু সম্পর্কেই যথাযথ ধারণা পোষণ করেন। শিশুর অবস্থা সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের বিষয়টি সহজ করা হয়েছে। বস্তুতশিক্ষক তার প্রতিদিনের শ্রেণি পর্যবেক্ষেণের মধ্য দিয়ে শিশুর মূল্যায়ন করে থাকবেন।

মূল্যায়ন ছকে আটটি শিখন ক্ষেত্রের জন্য ১২টি মূল্যায়ন সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো ধারাবাহিকভাবে সারা বছর ধরে মূল্যায়ন করতে হবে। হাজিরা বইয়ে দেওয়া ছকে প্রতি মাসের মূল্যায়ন রেকর্ড করে রাখতে হবে।

প্রতিটি মূল্যায়নের সূচকের বিপরিতে শিশুদের মূল্যায়ন করা হবে ৩ স্কেলে।

- ক = ভালো
- খ = সন্তোষজনক
- গ = উন্নয়ন প্রয়োজন।

প্রতিটি শিশুর প্রতিদিনের কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে মাসিক মূল্যায়ন ছক পূরণ করতে হবে।

প্রতি চার মাস পর পর অর্থাৎ বছরে তিনবার (এপ্রিল মাসে প্রথমবার, আগস্ট মাসে দ্বিতীয়বার, এবং ডিসেম্বর মাসে শেষবার) রেকর্ডকৃত মাসিক মূল্যায়ন ছকের নির্দিষ্ট স্থানে টিক চিহ্ন দিতে হবে।

বছর শেষে শিশুর কাজ এবং রেকর্ডকৃত মন্তব্যের আলোকে প্রাক-প্রাথমিক (৪+) শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রে একটি সবল ও একটি উন্নয়নযোগ্য
দিক (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ সম্পর্কে মাতা-পিতা ও পরবর্তী শ্রেণির শিক্ষককে বুঝতেও সে
অনুযায়ী সহায়তা দিতে সাহায্য করবে।